চেতনা জাগানো সাংবাদিকতার জন্মলগ্ন

সংবাদের কি লিঙ্গভেদ হয়? বন্যা বা বিস্ফোরণ, মহামারী বা মহোৎসব, রাজরোষ বা রাজনৈতিক ভ্রষ্টাচার— এ সবের কি স্ত্রীলিং পুংলিং ভাগ করা যায়?

তা হলে কেন মহিলাদের সংবাদপত্র? কেন 'নারীযুগ'? এ তো শুধু মেয়েদের খবর নিয়ে আলাদা একটা দৈনিক নয়, একটা সম্পূর্ণ সংবাদপত্র।

তা সত্ত্বেও আলাদা করে মহিলাদের সংবাদপত্র কেন? মহিলা বিজ্ঞানী, মহিলা ডাক্তার, মহিলা আমলা, মহিলা গোয়েন্দা-কর্তা, মহিলা দার্শনিক কি পুরুষ বিজ্ঞানী, পুরুষ আমলা, পুরুষ দার্শনিকের তুলনায় অন্য কোনও প্রাণী?

সংবাদের যেমন, সত্যেরও তেমনই লিঙ্গভেদ হয় না। কিন্তু ঘটনার দিকে তাকানোর দৃষ্টিকোণ অনেক ক্ষেত্রেই মেয়ে-পুরুষের ভিন্ন হতেই পারে। তালিবানি দাম্পত্যজীবন নিয়ে উপন্যাস রচনায় নারী ও পুরুষ লেখকের দৃষ্টিকোণ আলাদা হতে বাধ্য। অত দূরে যাওয়ার দরকারই বা কী! সেই যে পাঁচটি আধুনিক আবিষ্কারের তালিকা— ওয়াশিং মেশিন, ফ্রিজ, কনট্রাসেপটিভ, ভেজিটেবল চপার, মাইক্রোওয়েভ আভেন একদল পুরুষ ও একদল মেয়েকে আলাদা ভাবে দেওয়া হয়েছিল, নারী প্রগতির সহায়ক সেরা আবিষ্কারটি বেছে নিতে। মেয়েরা প্রত্যেকেই বেছেছিল কনট্রাসেপটিভ। অথচ এক জন ছেলের বিচারেও তা সেরার স্থান পায়নি।

এও সেই দৃষ্টিকোণের লিঙ্গভেদ।

তার চেয়ে বড় কথা, মানব সম্পদের অবহেলিত, অবরুদ্ধ, অপচিত, নির্যাতিত অর্ধাংশের যথার্থ মূল্য ও মর্যাদা সম্পর্কে সর্বজনীন চেতনার বড় অভাব। বহু জায়গাতেই মেয়েদের দর্পভরে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসেবে গণ্য করা হয়। এরই বিরুদ্ধে চেতনা জাগানোর সাংবাদিক আন্দোলনের জন্মলগ্ন হিসেবে এই দিনটি যদি কোনও দিন ইতিহাসে খোদাই করে রাখার কথা হয় তা হলেই 'নারীযুগ'-এর এই যাত্রা সার্থক হবে।

'নারীযুগ', ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪